দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সচেতনতা, রুচিশীলতা, সৃজনশীলতা ও দায়বদ্ধতার স্বার্থে

# চলচ্চিত্রকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হোক

অনুপম হায়াৎ

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। চলচ্চিত্র নেই কোন পাঠ্যক্রম তালিকায়ও। অথচ এদেশে প্রতিদিন ৩০/৪০ লাখ দর্শক নানাভাবে চলচ্চিত্র দেখে। এখাতে প্রতিবছর পুঁজি বিনিয়োগ হয় ৪০/৫০ কোটি টাকা। প্রায় এক লাখ লোক প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত এ পেশায়। এজন্যে দেশে রয়েছে একটি কর্পোরেশন, একটি সেন্সর বোর্ড, একটি আর্কাইভ, প্রায় এক হাজার প্রেক্ষাগৃহ, আড়াইশ' থেকে তিনশ' প্রতিষ্ঠান। রয়েছে মন্ত্রী থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা–কর্মচারী এবং নির্মাতা শিল্পী-কুশলী। এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'চলচ্চিত্র' বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন–পাঠন তালিকায় নেই। অথচ এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও পড়ান হয়ে থাকে। সত্যি বলতে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পর্যায়ে চলচ্চিত্র রয়ে গেছে অস্পৃশ্য হয়ে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে অবশ্য সীমিত পর্যায়ে চলচ্চিত্র বিষয়টি আলোচিত হয়ে থাকে গণমাধ্যমের একটি ক্ষেত্র হিসাবে। তা–ও শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের অপর দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ সবে মাত্র খোলা হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়টি নিয়ে এখনো ভাবাই হয়নি।

বিশ শতকের একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র একাধারে শিল্পকলা ও ব্যবসা। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, তথ্যমূলক ও বিনোদনমূলক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র পালন করে থাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। চলচ্চিত্রের জন্ম বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরীতে হলেও এর বিস্তার ঘটেছে ব্যবসায়ীদের হাতে। ব্যবসায়ীরা এই মাধ্যমটিকে ব্যবহার করেছে মূলত মুনাফার লক্ষ্যেই। এই লক্ষ্য অর্জনে তারা নীতি বা শ্লীলতার পরোয়া করেনি। সীমাহীন এবং পরিণামহীনভাবে তারা মুনাফাকে আরো স্ফীত করার লক্ষ্যে বিনোদনের নামে যোগ করেছে নিত্য নতুন উপাদান। ফলে চলচ্চিত্র কখনো কখনো হয়ে উঠেছে প্লেগের চেয়েও ভয়াবহ।

চলচ্চিত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করেই উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র এর পঠন–পাঠনের ব্যবস্থা করেছে স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। তাদের লক্ষ্য শুধু এবিষয়ে শিক্ষিত পেশাজীবী তৈরী নয় মাধ্যমটি সম্পর্কে সচেতন ও শিক্ষিত মানসিকতা এবং পরিবেশ সৃষ্টি করা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দায়বদ্ধতা, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা। এর ফলে সত্য–সুন্দর-কল্যাণের বোধ জন্মে, ভালো-মন্দ নির্ণয়ের ক্ষমতা জন্মে। পাঠন–পাঠন বাড়ায় দেশ–সমাজ-জাতি-রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাজুয়েট লেভেলে, এমএ পর্যায়ে, পিএইচডি কোর্সে চলচ্চিত্র শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিভাগ যেমন ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, গুরুত্ব, প্রভাব এবং কারিগরি ও নির্মাণ বিষয়ে পড়ানো হয়ে থাকে। আলাদাভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোন বিশেষ দিক নিয়েও সেখানে পড়ানো হয়ে থাকে।

বাংলাদেশেও স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি পর্যায়ে চলচ্চিত্র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। স্নাতক ও অনার্স পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ কল্যাণ, নাট্যতত্ত্ব, সঙ্গীতের মতো চলচ্চিত্র একটি আলাদা বিষয় হিসাবে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে ১০০ নম্বর বরাদ্দ হতে পারে। স্নাতকোত্তর বা এমএ পর্যায়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগেও থাকতে পারে চলচ্চিত্রের জন্য ১০০ নম্বরের একটি বিষয়। একই বিভাগের অধীনে পিএইচডি কোর্সেও চলচ্চিত্র নিয়ে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ থাকতে পারে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও চলচ্চিত্র বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী দেয়া হচ্ছে। বিশিষ্ট অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনকে নিয়েও একজন ছাত্রী পিএইচডিকরছেন।

সমাজ ও সভ্যতার গতি সব সময়ই সামনের দিকে ধাবমান। বিজ্ঞানের উন্নতি ও সমাজের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন উপযোগও সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণেই উন্নত রাষ্ট্রে চলচ্চিত্রকে শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে শিক্ষিত রুচিশীল ও সংস্কৃতিবানদের পঠন–পাঠনের ব্যবস্থা করেছে টেক্সট হিসাবে। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রকে বুদ্ধিজীবীগতভাবে উদ্ধার করতে হলে, কুপমন্ডুকতা ও দায়িত্বহীনতার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে, দেশ, মাটি, সমাজ, জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সুশৃঙ্খলভাবে এর পঠন–পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে চলচ্চিত্র শুধুমাত্র বিনোদন মাধ্যম নয়, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার নয়; এটি শিল্প–সংস্কৃতি–শিক্ষা মাধ্যমও। নাট্যকলা, চিত্রকলা, সঙ্গীতকলার মতো চলচ্চিত্রও বিএ, এমএ, পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে পারে। দেশের শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত নীতিনির্ধারকরা এ ব্যাপারে বাস্তব ও কার্যকর ভূমিকা নেবেন এটাই চিত্রামোদীদের কাম্য।